আরবি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড (জাহিলিয়া যুগ)

(আরবি ভাষা ও সাহিত্য এবং ইসলামিক স্টাডিজের
শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও বিদগ্ধ পাঠকদের জন্য)

অধ্যাপক এ কিউ এম আবদুস শাকুর খন্দকার
অধ্যাপক (অব.) আরবি ভাষা, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, ঢাবি
এমএম, আরএস (ঢাকা আলিয়া), বিএ (অনার্স) এমএ (ইতিহাস) ঢাবি,
পিজিএসডি (এমফিল) সুদান, বিসিএস (শিক্ষা) ১ম স্থান ১৯৭৯,
সাবেক অনুবাদক ও প্রেস কনসালটেন্ট, সৌদি দূতাবাস, ঢাকা।

Academia Publishing House Ltd.

আরবি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড (জাহিলিয়া যুগ)

অধ্যাপক এ কিউ এম আবদুস শাকুর খন্দকার

গ্রন্থস্বত্ব ©
অধ্যাপক এ কিউ এম আবদুস শাকুর খন্দকার

প্রকাশকাল
ফেব্রুয়ারি ২০২৪

মূল্য
৫০০.০০ টাকা

ISBN
978-984-35-5992-0

প্রচ্ছদ
এম এম হোসেন

প্রকাশক
একাডেমিয়া পাবলিশিং হাউজ লিমিটেড (এপিএল)
২৫৩/২৫৪, কনকর্ড এম্পোরিয়াম শপিং কমপ্লেক্স
কাঁটাবন, এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা- ১২০৫
মোবাইল: (+৮৮) ০১৪০০ ৪০৩ ৯৫৪, ০১৪০০ ৪০৩ ৯৫৮

পরিবেশক
বিআইআইটি পাবলিকেশন্স
৩০২ বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট (তৃতীয় তলা)
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা- ১১০০, মোবাইল: ০১৪০০ ৪০৩ ৯৪৯

Arbi Bhasha o Shahitter Itihas (History of the Arabic Language and Literature) Written by Professor AQM Abdus Shakur Khandaker, Published by Academia Publishing House Limited (APL) 253/254, Concord Emporium Shopping Complex, Katabon, Elephant Road, Dkaha-1205, Bangladesh, Cell: 01400403954, 01400403958, E-mail: aplbooks2017@gmail.com, Publishing year 2024, Price: Tk.500 / $10

মৌলিক গবেষণা, ব্যাপক অধ্যয়ন,
কঠোর পরিশ্রম ও আল্লাহ'র অনুগ্রহের ফসল

শ্রদ্ধেয় জনক-জননী, সহধর্মিণী, শিক্ষকমণ্ডলী ও শুভাকাঙ্ক্ষী
এবং এ গ্রন্থের লেখক, প্রকাশক ও পাঠক
সকলের কল্যাণ ও মাগফিরাত কামনায়

আরবি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস
প্রথম খণ্ড (জাহিলিয়া যুগ)

এ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলোর পুস্তাকাকারে প্রকাশের উদ্যোগ নতুন হলেও এর সকল প্রবন্ধই ইতিপূর্বে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গবেষণাপত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধগুলোর প্রথম প্রকাশের তথ্য নিম্নে প্রদত্ত হলো:

১। আরবি ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা, সংখ্যা ৯০, ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৭৫-১০২

২। জাহিলিয়া যুগে আরবি গদ্য ও বাগ্মিতা, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট পত্রিকা, সংখ্যা ২২, জুন ২০০৮-২০০৯, পৃ. ১৩১-১৬২

৩। জাহিলিয়া যুগের আরব উপদ্বীপ: কবি ও কবিতার উর্বরভূমি, জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামী রিসার্চ সেন্টার, সংখ্যা ৭, জানুয়ারি-জুন ২০১৩, পৃ. ৫৩-৯৭

৪। আরবি কবিতার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, কলা অনুষদ পত্রিকা, খণ্ড ৫, সংখ্যা ৭, জুলাই ২০১১-জুন ২০১২, পৃ. ৩৫-৭৫

৫। আরবি ভাষার বৈশিষ্ট্য, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট পত্রিকা, সংখ্যা জুন ১৯৯৩, পৃ. ১৩৯-১৫২

৬। আরবি সাধু ও আঞ্চলিক ভাষা, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট পত্রিকা, সংখ্যা ১৫, ২০০১-২০০২, পৃ.৭১-৮২

৭। আল-কুরআন ও আরবি ভাষা, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট পত্রিকা, সংখ্যা ১৭ ও ১৮, ২০০৩-২০০৪ ও ২০০৪-২০০৫, পৃ. ১৬৭-১৮৫

সূচি

বিষয়		পৃষ্ঠা
প্রাক্‌কথন		১১
প্রথম অধ্যায়		
ভূমিকা		১৫
১.১	আরবি ভাষা সম্পর্কে আরবদের মূল্যায়ন	১৫
১.২	অন্যান্য ভাষায় আরবি ভাষার প্রভাব	১৬
১.৩	আরবি ভাষায় কৃতঋণ শব্দ	১৯
১.৪	আরবি সবচেয়ে প্রভাবশালী ও দীর্ঘজীবী ভাষা	২১
১.৫	আরবি ভাষার কতিপয় বিশেষত্ব	২৩
১.৫.১	ই'রাব	২৩
১.৫.২	সমার্থক শব্দ	২৩
১.৫.৩	ইশতিকাক	২৪
১.৫.৪	তাসরিফ	২৪
১.৬	বাংলা ধ্বনি, শব্দ ও বাক্যগঠনে আরবির প্রভাব	২৭
দ্বিতীয় অধ্যায়		
আরবি ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ		৩১
২.১	সারসংক্ষেপ	৩১
২.২	আরবি ভাষার উৎপত্তি	৩২
২.৩	আরবির উৎপত্তি সম্পর্কে আরব মধ্যপন্থিদের মত	৩৩
২.৪	এ বিষয়ে আহলুস-সুন্নাহ ও রক্ষণশীলদের মত	৩৫
২.৫	ধর্মনিরপেক্ষ দর্শন ও বৈজ্ঞানিক বাস্তবতার নিরিখে আরবি ভাষা	৩৯

২.৬ সেমিটিক জনগোষ্ঠীর আদিভূমি ৪৪
২.৭ আদি সেমিটীয় ভাষা ৪৫
২.৮ আরব জাতির তিনটি স্তর ৪৭
২.৯ আল-আরাবিয়্যাহ আল-বা'ইদাহ ৪৮
২.১০ নাবাতীয় শিলালিপি ও উপভাষা ৫০
২.১১ আল-আরাবিয়্যাহ আল-বাক্বিয়াহ ৫৩
২.১২ জাহিলি উপভাষাসমূহ ও সাধু আরবির বিকাশ ৫৬
২.১৩ উত্তরের ভাষা ও দক্ষিণের ভাষা ৫৯
২.১৪ কুরাইশি উপভাষার বিজয় ৬১
২.১৫ আল-কুরআন নাযিল ৬৭
২.১৬ আরবির উন্নয়ন ও প্রসারে কুরআন ও ইসলামের প্রভাব ৬৯
২.১৭ উপসংহার ৭২
২.১৮ তথ্যসূত্র ও টীকা ৭৩

তৃতীয় অধ্যায়
জাহিলিয়া যুগে আরবি গদ্য ও বাগ্মিতা ৭৯
৩.১ সারসংক্ষেপ ৭৯
৩.২ আরব উপদ্বীপে জাহিলিয়া যুগ ৮০
৩.৩ জাহিলিয়া যুগে আরবি ভাষা ও সাহিত্য ৮২
৩.৪ জাহিলিয়া যুগে গদ্য ৮৬
৩.৫ জাহিলি গদ্যের কিছু নমুনা : মুক্ত গদ্য ৯১
৩.৫.১ প্রবাদ-প্রবচন ৯৩
৩.৫.২ ছন্দোময় গদ্য ৯৫
৩.৫.৩ গল্প-কাহিনি ৯৭

৩.৬	আল-কিতাবাহ বা লিখনকর্ম	১০০
৩.৭	আল-খিতাবাহ বা বাগ্মিতা	১০৬
৩.৭.১	আবু তালিব প্রদত্ত বিবাহের খুতবা	১১০
৩.৭.২	কুস বিন সায়েদার খুতবা	১১০
৩.৭.৩	আকসাম ইবন সায়ফি'র ভাষণ	১১১
৩.৭.৪	হাজ্জাজ বিন ইউসুফের বক্তৃতা	১১৩
৩.৮	উপসংহার	১১৪
৩.৯	তথ্যনির্দেশ ও টীকা	১১৬

চতুর্থ অধ্যায়

জাহিলিয়া যুগে আরব উপদ্বীপ: কবি ও কবিতার উর্বরভূমি		১২১
৪.১	সারসংক্ষেপ	১২১
৪.২	জাহিলিয়া যুগ : সংজ্ঞা ও সময়কাল	১২২
৪.৩	জাহিলি কবিদের কবিত্ব ও কবিতার প্রেরণা	১২৪
৪.৪	নৈসর্গিকতা, নান্দনিকতা ও উপভোগ্যতা	১২৭
৪.৫	জাহিলিয়া যুগে কবির সম্মান	১২৯
৪.৬	জাহিলি কবিতার রিওয়ায়েত ও সংরক্ষণ	১৩২
৪.৭	জাহিলি কবিগণ কবিতাকে উপজীবিকা বানাননি	১৩৩
৪.৮	আরবদের নিকট কবিতার সংজ্ঞা	১৩৬
৪.৯	জাহিলিয়া যুগে কবি ও কবিতার আধিক্য	১৪০
৪.১০	জাহিলিয়া যুগে নারী কবি	১৪৪
৪.১১	জাহিলিয়া যুগে কবিতার মূল্য ও গুরুত্ব	১৪৭
৪.১২	ইসলামে জাহিলি কবিতার মূল্যায়ন	১৫০
৪.১৩	জাহিলি কবিতায় ইনতিহাল বা ভেজালপ্রবণতা	১৫৪

৪.১৪ আরবি কবিতার শ্রেণিবিভাগ ১৫৮
৪.১৫ জাহিলি কবিতায় মদপ্রসঙ্গ ১৬০
৪.১৫.১ উদ্দেশ্য সাধন পর্যন্ত মদ বর্জনের শপথ গ্রহণ ১৬৩
৪.১৬ জাহিলি সমাজে কবি ও কবিতার মর্যাদার একটি দৃষ্টান্ত ১৬৩
৪.১৭ প্রাচীন আরবি কবিতার একটি ঐতিহাসিক মূল্যায়ন ১৬৫
৪.১৮ উপসংহার ১৬৮
৪.১৯ তথ্যসূত্র ও টীকা ১৬৯

পঞ্চম অধ্যায়

আরবি কবিতার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ ১৭৫
৫.১ সারসংক্ষেপ ১৭৫
৫.২ অবতরণিকা ১৭৫
৫.৩ আরবি কবিতার উদ্ভব ১৭৮
৫.৪ আরবি কবিতার ক্রমবিকাশের প্রক্রিয়া ও পর্যায় ১৮২
৫.৪.১ সাজ' (سجع): আরবি কবিতার আদি রূপ ১৮৩
৫.৪.২ রজয (رجز) : আরবি কবিতার দ্বিতীয় ধাপ ১৮৫
৫.৪.৩ কসীদা : আরবি কবিতার পরিণত রূপ ১৮৭
৫.৪.৪ শব্দটির আভিধানিক ও পারিভাষিক তাৎপর্য ১৮৯
৫.৫ আরবি কবিতার ছন্দ ১৯০
৫.৬ কসীদার বিষয়বস্তু, প্রকৃতি ও পরিধি ১৯৫
৫.৭ আরবি কবিতা ও সংগীত ১৯৯
৫.৮ পেশা ও সামাজিক অবস্থান বিচারে কবিদের শ্রেণিবিভাগ ২০৭
৫.৯ তাআব্বাত শাররান ২১১
৫.১০ শানফরা ২১২

৫.১১ উরওয়া (মৃ. ৫৯৬ খ্রি.) ২১৪
৫.১২ ইহুদি ও খ্রিষ্টান কবি ২১৬
৫.১২.১ আদি বিন যায়েদ ২১৭
৫.১৩ সময়কালের বিচারে আরব কবিদের শ্রেণিবিভাগ ২২১
৫.১৪ শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রসিদ্ধির বিচারে জাহিলি কবিদের শ্রেণিবিভাগ ২২২
৫.১৪.১ ইমরুউল কায়েস ২২৩
৫.১৫ আরবি কবিতার স্বর্ণযুগ ও এর সুদূরপ্রসারী প্রভাব ২২৭
৫.১৬ উপসংহার ২২৮
৫.১৭ তথ্যসূত্র ও টীকা ২৩১

ষষ্ঠ অধ্যায়

আরবি ভাষার বৈশিষ্ট্য ২৩৯
৬.১ সূচনা ২৩৯
৬.২ আরবি ভাষার বয়স ২৩৯
৬.৩ আল-কুরআনের ভাষা ২৪২
৬.৪ সৌন্দর্য, প্রাচুর্য ও ব্যাপকতা ২৪৫
৬.৫ সরলতা, সুস্পষ্টতা ও যুক্তিগ্রাহ্যতা ২৪৬
৬.৬ গতিশীলতা ২৪৯
৬.৭ আরবি ভাষা ও বর্ণের নমনীয়তা ২৫০
৬.৮ সর্বজনীনতা ২৫২
৬.৯ আঞ্চলিক ভাষা ২৫৪
৬.১০ সহায়ক গ্রন্থাবলি ২৫৫

সপ্তম অধ্যায়

আরবি সাধু ও আঞ্চলিক ভাষা ২৫৭

৭.১ নিষ্কর্ষ (Abstract) ২৫৭

৭.২ স্থান-কাল-পাত্রভেদে ভাষার পরিবর্তন ২৫৭

৭.৩ জাহিলিয়া যুগে আরবি উপভাষা ২৬০

৭.৪ সর্বকালে সকল দেশে সাধু আরবি এক ও অভিন্ন ২৬৩

৭.৫ আঞ্চলিক আরবির প্রকৃতি, বহুধাবিভক্তি ও সহজবোধ্যতা ২৬৪

৭.৬ আঞ্চলিক আরবি ভাষার কিছু উদাহরণ ২৬৬

৭.৭ আঞ্চলিক আরবি কি সাধু আরবির জন্য হুমকি? আরবদের উপলব্ধি ২৬৮

৭.৮ উপসংহার ২৭১

৭.৯ তথ্যসূত্র ২৭১

অষ্টম অধ্যায়

আল-কুরআন ও আরবি ভাষা ২৭৫

৮.১ সারসংক্ষেপ ২৭৫

৮.২ আল-কুরআন কী ও কেন ২৭৫

৮.৩ শেষ নবীর শ্রেষ্ঠ মু'জিযা ২৭৮

৮.৪ ই'জাযুল কুরআন বা আল-কুরআনের শ্রেষ্ঠত্ব ২৮০

৮.৫ আরবি ভাষা: উৎপত্তি ও ইতিবৃত্ত ২৮৩

৮.৬ আরবি অন্যতম শ্রেষ্ঠ আদি সেমিটিক ভাষা ২৮৬

৮.৭ আল-কুরআন, ইসলাম এবং বিশ্বসভ্যতা ও সংস্কৃতির ভাষা ২৮৯

৮.৮ উপসংহার ২৯৬

৮.৯ তথ্যনির্দেশ ২৯৬

প্রাক্‌কথন

জনসংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ 'বাংলাদেশে' আরবি ভাষা ও সাহিত্য এবং ইসলামি শিক্ষার ঐতিহ্য প্রায় হাজার বছরের পুরানো। সাবেক বৃটিশ ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানের মতো বর্তমান বাংলাদেশের স্কুল, কলেজ, মাদরাসা ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে আরবি ভাষা ও সাহিত্য বরাবর পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং এখনো রয়েছে। বর্তমানে অতীতের যেকোনো সময়ের চেয়ে বাংলাদেশে ইসলামি ও সাধারণ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বহুগুণ বেড়েছে এবং দিন দিন বেড়েই চলেছে। তা সত্ত্বেও আমাদের জানা মতে, বাংলা ভাষায় এ পর্যন্ত আরবি ভাষা ও সাহিত্যের কোনো পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ রচিত ও প্রকাশিত হয়নি। এ কারণে শিক্ষকদের মতো শিক্ষার্থীদেরও পঠনপাঠন এবং পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আরবি, উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় লিখিত গ্রন্থসমূহের অথবা বাজারে সহজলভ্য নিম্নমানের নোট বইয়ের ওপর নির্ভর করতে হয়। বিশেষত আরবি ভাষার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ, জাহিলিয়া যুগের আরবি গদ্য ও বাগ্মিতাসাহিত্য, ষষ্ঠ শতাব্দীর আরব উপদ্বীপে সর্বকালের সর্বোৎকৃষ্ট আরবি কাব্যসাহিত্যের উদ্ভব ও বিকাশ, প্রাথমিক অবস্থা থেকে বিবর্তিত হয়ে আরবি ভাষার সপ্তম শতাব্দীতে নাযিলকৃত আল-কুরআনে ব্যবহৃত কুরাইশি প্রমিত আরবির রূপগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে বাংলা ভাষায় আদৌ কোনো তথ্যানুসন্ধান বা রেফারেন্স পুস্তক না থাকার বিষয়টি রীতিমতো বিস্ময়কর।

চিত্রটি এমন হওয়ার কথা ছিল না, বরং হওয়া উচিত ছিল এর সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ, সমুদ্রপথে দক্ষিণ এশিয়ার প্রবেশদ্বার ও স্বর্গভূমি বাংলাদেশের সাথে প্রাচীন আরব ও মুসলমানদের যোগাযোগ, এয়োদশ শতাব্দীর শুরুতে এ ভূভাগে মুসলিম আধিপত্য স্থাপনের বহু পূর্ব থেকেই বিদ্যমান ছিল। পরবর্তীকালে কখনো এ যোগাযোগ বন্ধ হয়নি বরং ক্রমাগতভাবে সম্প্রসারিত ও শক্তিশালী হয়েছে। এক পর্যায়ে এসে এ ভূখণ্ডে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা স্থাপিত হয় এবং শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্রে স্থানীয় ভাষার পরিবর্তে আরবি-ফারসির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

মধ্যযুগীয় সুলতানি ও মুঘল আমলের কথা বাদ দিলেও বৃটিশ শাসনামলসহ বিগত কয়েক শ' বছর যাবৎ ভারতীয় উপমহাদেশের দেওবন্দী ও আলিয়া

স্কীমের শত-সহস্র দাখিল, আলিম, ফাযিল ও কামিল মাদরাসায় বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে প্রাচীন আরবি সাহিত্য পড়ানো হচ্ছে। আজ থেকে প্রায় পনেরো শ' বছর পূর্বে আরব উপদ্বীপের যুদ্ধোন্মাদ, উশৃঙ্খল, অত্যাচারী ও ঘোরতর পৌত্তলিক সমাজে আরবি ভাষায় নাযিলকৃত কিতাব আল-কুরআন এবং প্রেরিত ধর্ম ইসলাম ও তার নবিকে সঠিকভাবে জানা, বোঝা ও অনুসরণের জন্য প্রাচীন আরবি ভাষা ও সাহিত্যের জ্ঞান অপরিহার্য বলে স্বীকৃত। বস্তুত, কেবল জাহিলি আরবি ভাষা ও সাহিত্য বিশেষত সে যুগের আরবি কাব্যসাহিত্যের মাধ্যমেই প্রাক-ইসলামি আরব সমাজের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও জীবনাচার সম্পর্কে পরিপূর্ণরূপে অবহিত হওয়া যায়। তাই একটি প্রাচীন আরবি প্রবাদে বলা হয়েছে الشعرديوان العرب অর্থাৎ কবিতা আরবদের তথ্যভান্ডার। এসব কারণে, বহুদিন থেকেই এ লেখকের মনে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন ইতিহাস সম্পর্কে একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থ প্রণয়নের একটা প্রবল বাসনা কাজ করছিল। বর্তমান গ্রন্থটি এ লালিত বাসনারই ফসল। গ্রন্থটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন রিসার্চ জার্নালে প্রকাশিত সাতটি প্রবন্ধের সমষ্টি হলেও প্রবন্ধগুলো শুরু থেকেই এমনভাবে পরিকল্পিত ও রচিত হয়েছে, যেন পরিশেষে এগুলো আরবি ভাষা ও সাহিত্যের জাহিলিয়া যুগসংক্রান্ত একটি পূর্ণাঙ্গ গ্রন্থের রূপ লাভ করে।

গ্রন্থটির ভূমিকাকেও একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ হিসেবে বিবেচনা করা যায়। এতে আরবি ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে আরবদের নিজস্ব মূল্যায়ন, আরবির সর্বজনীনতা ও চিরন্তনতায় ইসলাম ও আল-কুরআনের অবদান, এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপীয় ভাষাসমূহে আরবির প্রভাব, অন্যান্য ধর্ম ও ভাষা থেকে পৌত্তলিক আরবদের ভাবাদর্শ ও শব্দগ্রহণ এবং আরবি ভাষার সহজাত গুণাবলি ও কতিপয় শ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এ ছাড়াও ভূমিকাটিতে সংক্ষেপে আরবি ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদদের মূল্যায়ন, কতিপয় বিশিষ্ট বাঙালি ভাষাপণ্ডিতের উপলব্ধি এবং আরবি ভাষা নিয়ে তাঁদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণার কথাও বলা হয়েছে।

আরবি ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা ছাড়াও আমাদের পথিকৃৎ ব্যাকরণবিদ, ধ্বনিতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিকদের অনেকেই বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণে আরবির প্রভাবের কথা বলেছেন। বাংলা ধ্বনি, শব্দ ও

ব্যাকরণের আলোচনায় তাঁরা দেখিয়েছেন কীভাবে আমাদের ভাষা, ব্যাকরণ ও সাহিত্যনির্মাণে আরবি ভাষা ও সাহিত্য কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। (বিস্তারিত দেখুন লেখক রচিত প্রবন্ধ 'বাংলা ভাষা ও ব্যাকরণে আরবির প্রভাব', জার্নাল অব ড. সিরাজুল হক ইসলামী রিসার্চ সেন্টার, সংখ্যা ৫ জানুয়ারি - জুন ২০১২, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়)। আমাদের অগ্রজ ভাষাগবেষকগণ কেবল আরবির গুণকীর্তনের জন্য নয়, বরং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নয়ন এবং সমৃদ্ধির লক্ষ্যেই তাঁরা আরবি ভাষা নিয়ে এমন শ্রমলব্ধ কাজ করে গেছেন। ইউরোপীয়গণও তাঁদের প্রাচ্যবিদ্যাচর্চায় আরবি ভাষা ও সাহিত্যকে অগ্রে স্থান দিয়েছেন প্রধানত মধ্যযুগে তাঁদের জরাগ্রস্ত, ক্ষয়িষ্ণু, স্থবির ও পিছিয়ে পড়া ভাষা ও সাহিত্যসমূহকে সঞ্জীবিত, প্রাণবন্ত ও সমৃদ্ধ করার জন্য। বিষয়টি এ গ্রন্থের একাধিক স্থানে বিশেষত 'আরবি কবিতার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ' প্রবন্ধটিতে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

গ্রন্থকারের বিশ্বাস, আরবি ভাষা ও সাহিত্য থেকে অতীতের মতো বর্তমানেও আমাদের অনেক কিছু গ্রহণ করার রয়েছে। এ লক্ষ্য সামনে রেখেই লেখকের শিক্ষকতা জীবনের সিংহভাগই কেটেছে আরবি ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মৌলিক গবেষণার কাজে। বর্তমান বইটি ছাড়াও এ লেখকের আরবি ভাষা ও সাহিত্যবিষয়ক আরও তিনটি গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত রয়েছে, যেগুলোর বিষয়বস্তু আরবি ধ্বনিতত্ত্ব, ভাষাতত্ত্ব, রূপতত্ত্ব ও বাক্যতত্ত্ব। চতুর্থ যে বইটির পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত রয়েছে সেটি ইতিহাসবিষয়ক। সেটির বিষয়বস্তু 'প্রাক-ইসলামি আরবদের ইতিহাস'। ইতোমধ্যেই গ্রন্থগুলো প্রকাশিত ও পাঠকনন্দিত হয়েছে। 'প্রথমা' প্রকাশ করেছে শেষোক্তটি।

প্রকাশিত হওয়ার পর গ্রন্থগুলো সাধারণ পাঠক ছাড়াও মাদরাসা, কলেজ, আরবি ভাষা ইনস্টিটিউট ও বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি, ইসলামিক স্টাডিজ ও ইসলামের ইতিহাসের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বিশেষ উপকারে এসেছে। কারণ, জাহিলিয়া যুগের আরবি ভাষা ও সাহিত্য এবং আরবীয় সংস্কৃতি তাদের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত। বর্তমান গ্রন্থটিতে আরবি ভাষার উৎপত্তির একেবারে গোড়া থেকে আল-কুরআন নাযিলের শুরু পর্যন্ত আরবি ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমোৎকর্ষের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। শেষ প্রবন্ধটিতে আলোচনা করা হয়েছে আল-কুরআনে ব্যবহৃত আরবি ভাষা সম্পর্কে।

এ ছাড়া আরবি ভাষায় প্রণীত পাণ্ডুলিপি আকারে লেখকের আরও তিনটি গ্রন্থ রয়েছে। একটির শিরোনাম : 'وحدة في تعليم اللغة العربية للبنغاليين الكبار : المستوى المتوسط' (A Unit for Teaching Arabic to Bangladeshi Adults : Intermediate Level) , দ্বিতীয়টির শিরোনাম : بنغلاديش روضة جنوب آسيا (বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার স্বর্গোদ্যান) এবং তৃতীয়টির শিরোনাম : الروما نتيكية في الشعر العربي القديم (প্রাচীন আরবি কাব্যে রোমান্টিকতা)। এ তিনটির মধ্যে প্রথমটি হলো : A Dissertation submitted in partial fulfilment of requirements for a specialist Diploma in Teaching Arabic to non-Arabic Speakers, at the Khartoum International Institiute for Arabic Language in the Sudan in April 1981.

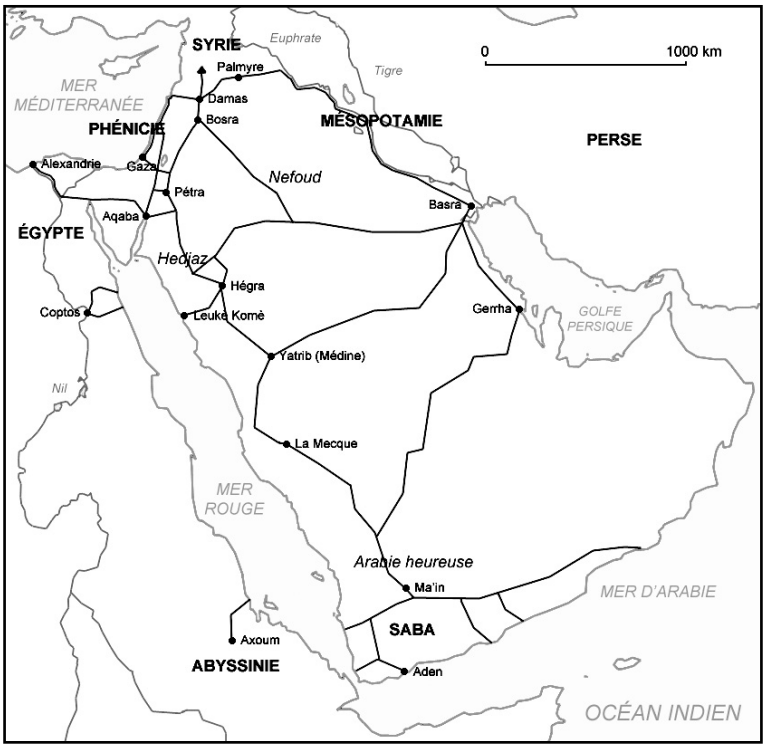

Pre Islamic Arabia

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১.১ আরবি ভাষা সম্পর্কে আরবদের মূল্যায়ন

আরবদের নিকট তাদের ভাষা পৃথিবীর প্রাচীনতম, মৌলিকতম, প্রাঞ্জলতম, মধুরতম, সমৃদ্ধতম এবং সবচেয়ে বিজ্ঞানসম্মত, সবচেয়ে শৈলীময়, বৌদ্ধিক, আলঙ্কারিক ও সৌন্দর্যমণ্ডিত ভাষা। তাদের মতে, এ ভাষার ধ্বনি ও বর্ণ প্রকৃতি থেকে উদ্ভূত, শব্দ তার প্রকাশিত অর্থ ও ব্যঞ্জনার প্রতিনিধিত্বকারী, বাক্য ভাব ও বুদ্ধির বহিঃপ্রকাশ এবং এ ভাষার ব্যাকরণ আরবদের শৈল্পিক বাকরীতি, প্রখর মেধা, গভীর চিন্তা, যুক্তি ও দর্শনজ্ঞানের দলিল। তাদের দাবি, আরবি ভাষা সৃষ্টিজগৎ ও প্রকৃতির সকল পরিবর্তনশীলতা, ইন্দ্রিয়সমূহের সকল অনুভূতি, হৃদয়ের যাবতীয় উপলব্ধি, মনের সকল আবেগ, চিন্তা ও কল্পনার সম্যক প্রকাশক্ষমতাসম্পন্ন এবং স্থান-কাল নির্বিশেষে সব মানুষের কর্ম ও সাধনা, অর্জিত অভিজ্ঞতা ও আবিষ্কৃত জ্ঞানবিজ্ঞানের সমুদয় বিষয় স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা ও লিপিবদ্ধ করার অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন এক অনন্য ভাষা। এ ভাষার প্রকৃত জনক প্রাচীন আরবগণ অনেক আগে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে গেলেও তাদের রেখে যাওয়া ভাষাটির নিখুঁত নির্মাণকাঠামো, সূক্ষ্ম বুনন, অন্তর্নিহিত শক্তি ও সম্ভাবনা, স্থিতিস্থাপকতা, সমন্বয়শীলতা ও আত্তীকরণক্ষমতা, ধ্বনি ও বর্ণের মধ্যকার সাযুজ্য, ধ্বনির পরিবর্তনশীলতা, বর্ণের নমনীয়তা, ইশতিকাক বা শব্দোৎপত্তির নিয়ম, তাসরিফ বা ক্রিয়ার রূপান্তর, সমার্থক শব্দের আধিক্য, বৈচিত্র্যপূর্ণ বাক্যগঠনরীতি, পরিবর্তিত পরিবেশ-পরিস্থিতি ও সভ্যতা-সংস্কৃতির সাথে মানিয়ে চলার বিস্ময়কর যোগ্যতা; অনুপ্রাস, রূপক, উপমা-উৎপ্রেক্ষা, যমক ও আলঙ্কারিকতার ঐশ্বর্য, বাগর্থবৈচিত্র্য প্রভৃতি গুণ ও বৈশিষ্ট্য ভাষাটিকে বিশ্বে সকল ভাষার শীর্ষে স্থান দিয়েছে। এ সকল বৈশিষ্ট্যের কারণে স্থান-কাল-পাত্রভেদে উদ্ভূত সকল প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে আরবি ভাষা প্রজন্মের পর প্রজন্ম কেবল টিকেই থাকেনি বরং বরাবর সমৃদ্ধ ও সম্প্রসারিত হয়েছে। জাহিলিয়া যুগের কাব্যসাহিত্য, ইসলামের গ্রন্থ আল-কুরআন এবং ইসলামি যুগের সমৃদ্ধ

গদ্যসাহিত্য এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। (১। সুয়ুতী, আল-মুযহির, ১ম খণ্ড, সন-তারিখবিহীন, পৃ. ৩২১-৩৪৭, ২। আবুল হুসাইন আহমদ বিন ফারিস, আস-সাহিবী, বৈরুত, ২০০৭, পৃ. ১৯-২৪, ৩। আহমদ ইসকানদারী ও মুসতফা আনানী, আল-ওয়াসীত ফিল-আদাব আল-আরাবী, কায়রু, ১৯৭৮, পৃ. ১১-১২)।

আরবি ভাষায় সর্বশেষ আসমানি কিতাব আল-কুরআন নাযিল হওয়ার ফলে ভাষাটি সর্বজনীনতা ও চিরন্তনতা প্রাপ্ত হয়। আল-কুরআন আরবি ভাষাকে সমৃদ্ধ ও অবিনশ্বর করেছে এবং আরব উপদ্বীপের গণ্ডি ছাড়িয়ে ভাষাটিকে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপসহ সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দিয়েছে। আল-কুরআন ও ইসলামের কারণে আরবি ভাষা শুধু নিজেই সমৃদ্ধ হয়নি বরং ভাষাটি এর সংস্পর্শে আসা মধ্যযুগীয় এবং আধুনিক বিশ্বের বহুসংখ্যক ভাষাকেও সমৃদ্ধ করেছে। এ জন্যই আরবিকে পৃথিবীর সর্বাধিক প্রভাবশালী ভাষা হিসেবে গণ্য করা হয়। মানবসভ্যতার ইতিহাসে এটি একটি অনন্য জীবন্ত ভাষা হিসেবে স্বীকৃত। দীর্ঘ ১৫০০ বছর যাবৎ ভাষাটি একটি আন্তর্জাতিক ভাষা হিসেবে বিশ্বের সভ্যতা-সংস্কৃতি, জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্প-সাহিত্যের অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। আরবি ভাষার ধ্বনি, বর্ণমালা, শব্দসম্ভার ও বাক্যগঠনরীতি সবকিছুই ভাষাটির এ শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে অবদান রেখেছে।

১.২ অন্যান্য ভাষায় আরবি ভাষার প্রভাব

আরবি বর্ণমালার প্রায়োগিক বা ব্যবহারিক সুবিধা, যুগোপযোগিতা, নমনীয়তা, রূপান্তরক্ষমতা, সারল্য, শৈল্পিকতা ও সৌন্দর্যের কারণে মধ্যযুগে ইসলামের গৌরবের দিনে এশিয়া, আফ্রিকা ও ইউরোপের বহু দেশ ও জাতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের ভাষা লেখার জন্য এ বর্ণমালাকে বরণ করে নেয়। অবশ্য আধুনিক কালে এসে আরব ও মুসলিমদের আদর্শিক বিচ্যুতি, শতধাবিভক্তি এবং সম্প্রসারণবাদী ঔপনিবেশিক ইউরোপীয়দের সামরিক ও রাজনৈতিক শক্তি, অর্থনৈতিক প্রভাব ও অব্যাহত প্রচেষ্টার ফলে কোনো কোনো দেশ আরবি বর্ণমালা পরিত্যাগ করে ল্যাটিন বর্ণমালা গ্রহণ করে নিতে বাধ্য হয়েছে। এ প্রসঙ্গে এখানে উদাহরণস্বরূপ তুর্কি ও মালয় ভাষার কথা উল্লেখ করা যায়। তবে ফারসি ও উর্দু এখনো আরবি বর্ণমালায়ই